আলমডাঙ্গা রেলস্টেশন থেকে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

আলমডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশন থেকে অজ্ঞাত পরিচয় এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে রেলওয়ে পুলিশ। গতকাল সোমবার দিবাগত রাত সাড়ে বারোটার দিকে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের পাশে লাশটি পড়ে থাকতে দেখে যাত্রীরা পুলিশকে খবর দেন।

প্রথমে যাত্রীরা ভেবেছিলেন যুবকটি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পড়ে আছেন। কিন্তু ট্রেন আসার আগে সরাতে গেলে তারা বুঝতে পারেন তিনি মারা গেছেন। পরে রেলওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে।

পুলিশ জানায়, মৃত ব্যক্তির আঙুলের ছাপ সংগ্রহ করে জাতীয় পরিচয়পত্রের ডাটাবেজে যাচাই করলে তার পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়। তিনি পাবনা জেলার ঈশ্বরদী থানার খায়েরবাড়িয়া গ্রামের আবু আলীর ছেলে শরিফুল ইসলাম।

তবে কীভাবে তার মৃত্যু হয়েছে তা এখনো স্পষ্ট নয়। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, হয়তো তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যার পর প্ল্যাটফর্মের পাশে ফেলে রাখা হয়েছে। অন্যদিকে কিছু যাত্রীদের ধারণা, লাশটি এমনভাবে রাখা ছিল যে ট্রেন এলেই তা কেটে যেতে পারত। নেশাগ্রস্ত বা স্ট্রোক করলে তিনি অন্যত্র পড়ে থাকতেন, তাই ঘটনাটিকে রহস্যজনক বলছেন স্থানীয়রা।

চুয়াডাঙ্গা রেলওয়ে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, লাশ ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। সঠিক মৃত্যুর কারণ তদন্ত শেষে জানা যাবে।

আলমডাঙ্গায় ভ্যান চুরি করতে

গিয়ে হাতেনাতে ধরা চোর

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার আইলহাস ইউনিয়নের আইলহাস বাজার সংলগ্ন শ্রী নেংটে কুমারের ছেলে সঞ্জয় কুমারের বাড়িতে ভ্যান চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়েছে এক চোর। গতকাল সোমবার রাত আনুমানিক ১টার দিকে এ ঘটনা ঘটলে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

স্থানীয় সূত্র জানায়, ওই রাতে আবারও ভ্যান চুরি করতে বাড়িতে প্রবেশ করে চক্রের সদস্যরা। এ সময় বাড়ির লোকজন টের পেয়ে চিৎকার করলে চোরেরা পালানোর চেষ্টা করে। গ্রামবাসীর ধাওয়া খেয়ে পদ্মবিলা ইউনিয়নের গোপালনগর গোপীনাথপুর গ্রামের জাহিদুল কানার ছেলে ইয়াদুল ধরা পড়ে।

পরে তাকে জিজ্ঞাসাবাদে ইয়াদুল স্বীকার করে যে, পাঁচ দিন আগে একই বাড়ি থেকে মোটরচালিত একটি ভ্যান চুরি করেছে সে ও তার সহযোগীরা। এ চুরির ঘটনায় জড়িত ছিল, হামিদ বাঙালের ছেলে সাগর, পোলগুন্দা গ্রামের মোশাররফের ছেলে লিখন ও আরও একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি। এছাড়া চুরি হওয়া ভ্যান বর্তমানে সাগরের কাছে রয়েছে বলেও সে স্বীকার করে। পরবর্তীতে ভ্যান উদ্ধারের দায়িত্ব পুলিশকে দেওয়া হয়েছে।

ঘটনার পর থেকে এলাকায় চুরি নিয়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয়দের দাবি, দ্রুত চক্রের বাকি সদস্যদের গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

আলমডাঙ্গায় উপজেলা ও পৌর বিএনপি’র জনসভা

আলমডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর বিএনপি’র জনসভায় প্রধান অতিথি ছিলেন, জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক শরিফুজ্জামান শরিফ। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় নির্বাচনের কোন বিকল্প নেই বলে তিনি মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে নির্বাচন, সেই নির্বাচনে ধানের শীষে ভোট দিয়ে বিএনপিকে রাষ্ট্র ক্ষমতায় এনে তারেক রহমানের হাতকে শক্তিশালী করতে হবে। গতকাল আলমডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর বিএনপি’র উদ্যোগে বিকেল সাড়ে ৪ টার সময় আলমডাঙ্গা উপজেলা মঞ্চে বিশাল জনসভায় বক্তব্যকালে এ কথা বলেন। এসময় তিনি আরও বলেন, ক্ষমতাচ্যুত স্বৈরাচার শেখ হাসিনা পতনের পর দেশ ত্যাগের ঘটনায় সারাদেশে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, ভাঙচুর ও নৈরাজ্য বন্ধে কঠোর হুশিয়ারী দেয় নেতাকর্মীদের।

আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি’র সিনিয়র সহ-সভাপতি আক্তারুজ্জামানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব শরিফুজ্জামান শরীফ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শরিফুজ্জামান শরীফ বলেন, ধ্বংস প্রতিহিংসা নই, সকলকে ঔক্যবদ্ধ ভাবে শান্তির সমাজ গড়তে হবে। তরুণরা যে স্বপ্ন নিয়ে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছে। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে জ্ঞান ভিত্তিক, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে। তিনি আরও বলেন, গণতন্ত্র উত্তরণে চলমান প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্থ করতে সারাদেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টির ষড়যন্ত্র রুখতে হবে। শক্ত হাতে আইনশৃঙ্খলা রুখতে হবে। ধর্ম, বর্ণ পরিচয়ে কেউ যেনো নিরাপত্তাহীনতায় না ভোগেন।

তিনি আওয়ামী লীগের সমালোচনা করে বলেন, তাঁরা এদেশের মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়েছিলেন। ছাত্র জনতা বিপ্লবের মাধ্যমে আওয়ামী শৈরাচার সরকারকে উৎখাত করেছে। আপনারা সকলে দেশনেত্রী খালেদা জিয়া ও বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি তারেক রহমানের হাতকে শক্তিশালী করতে দলকে সুসংগঠিত করুন এবং নির্বাচনের প্রস্তুতি গ্রহণ করে ধানের শীষে ভোট দিতে অনুরোধ জানান।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র অন্যতম সদস্য খন্দকার আব্দুল জব্বার সোনা, সাংগঠনিক সম্পাদক ফরিদুল ইসলাম, সাইফুল ইসলাম পিটু, জেলা মহিলা দলের সভাপতি রওফুন নাহার রিনা, জেলা জাসাসের সভাপতি হাবিবুল ইসলাম সেলিম, উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক আমিনুল হক রোকন, পৌর বিএনপি’র সভাপতি আজিজুর রহমান পিন্টু, সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান ওল্টু, পৌর বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী আলি আজগর সাচ্চু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল মাস্টার, উপজেলা বিএনপি’র যুগ্ন সম্পাদক হাজী মকবুল হোসেন। উপজেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক আনোয়ার

হোসেনের উপস্থাপনায় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা যুবদলের ভারপ্রাপ্ত আহবায়ক মীর উজ্জল, সদস্য সচিব রফিকুল ইসলাম, পৌর যুবদলের সদস্য সচিব সাইফুদ্দিন আলম কনক, যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুল কাদের।

এছাড়া উপজেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আল ইমরান রাসেল, পৌর ছাত্রদলের সভাপতি আতিক হাসান রিঙ্কু, সদস্য সচিব মাহমুদুল হক তন্ময়, উপজেলা ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক মোস্তফা গোলাম, পৌর সাংগঠনিক সম্পাদক রাশিদুল ইসলাম, কলেজ ছাত্রদলের সদস্য সচিব জাহাঙ্গীর হাসান লিমন।

উপজেলা সেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক হিমেল, পৌর সেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ন আহবায়ক জাকারিয়া শান্ত, ডাউকি ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি আবদার আলী, সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম, বেলগাছী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আমজেদ হোসেন, সম্পাদক কামাল হোসেন, জামজামি ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি আলম শাহ, সম্পাদক পলাশ উদ্দীন, কালিদাসপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি আইনাল হক, সম্পাদক লালন, কুমারী ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি রফিকুল ইসলাম, সম্পাদক আবু বক্কর সিদ্দীক, হারদি ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি মনির হোসেন, সম্পাদক শফিকুল ইসলাম, ভাঙবাড়িয়া ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি টিপু সুলতান, গাংনী ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি রেজাউল রহমান রেজু, খাদেমপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি শেরেকুল ইসলাম, জেহালা ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি শহিদুজ্জো মিল্টুন, সম্পাদক আলাউদ্দিন, খাসকররা ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি আব্দুর রশিদ, সম্পাদক রাজাবুল ইসলাম, বাড়াদি ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি আশাদুজ্জামান বকুল, চিৎলা ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি রাজিব ফেরদৌস পাপন, নাগদাহ ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি বোরহান উদ্দীন, সম্পাদক শাহিনুজ্জামান।

আরও উপস্থিত ছিলেন, পৌর ওয়ার্ড বিএনপি নেতা রহিদুল হক, হাফিজুর রহমান চমক, আব্দুল জব্বার, মাসুদ সালেহিন লিপু, আব্দুর রশিদ মালিতা, আব্দুর রাজ্জাক, বরকত উল্লাহ, আলিমুদ্দীন, আনজান আলী প্রমূখ।

আলমডাঙ্গায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২

আলমডাঙ্গায় ভোররাতে সড়ক দুর্ঘটনায় ট্রাক হেলপারের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা-আলমডাঙ্গা সড়কের মুন্সিগঞ্জ নিগার সিদ্দিক ডিগ্রী কলেজের সামনে গতকাল বুধবার ভোরে এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় ট্রাকের সহকারী চালক (হেলপার) সোহেল (২৬) ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারিয়েছেন। গতকাল বুধবার ভোর রাত প্রায় ৪টার দিকে দ্রুতগতিতে ছুটে চলা একটি বালি বোঝাই ট্রাক গাছের সাথে ধাক্কা খেয়ে উল্টে গেলে এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভোররাতে এলাকার মানুষ ঘুমে আচ্ছন্ন থাকাকালীন হঠাৎ প্রচণ্ড বিকট শব্দ শোনা যায়। শব্দ শুনে আশপাশের বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে দেখতে পান, ঢাকা মেট্রো-ট-২০-৪০০২ নম্বরের ট্রাকটি রাস্তার পাশে বড়সড় গাছের সাথে ধাক্কা খেয়ে উল্টে পড়ে আছে। চালকের আসনে আটকে থাকা একজনকে অচেতন অবস্থায় দেখা যায়। প্রথমে ধারণা করা হয় তিনি চালক, কিন্তু পরে জানা যায় তিনি ট্রাকের হেলপার সোহেল। স্থানীয়রা অনেক চেষ্টা করেও তাকে ট্রাক থেকে বের করতে ব্যর্থ হন।

খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিসের একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে গাড়ির ভেতর থেকে তাকে উদ্ধার করে। কিন্তু ততক্ষণে তিনি মারা গিয়েছিলেন। পরে লাশ আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মাসুদুর রহমান জানান, নিহত সোহেল ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর থানার তালশার গ্রামের গোলাম মোস্তফার ছেলে। পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে ময়না তদন্ত ছাড়াই লাশ দাফনের অনুমতি দিয়ে হস্তান্তর করা হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, চুয়াডাঙ্গা-আলমডাঙ্গা সড়কে দীর্ঘদিন ধরেই অতিরিক্ত গতিতে বালি ও পাথর বোঝাই ট্রাক চলাচল করছে। এসব গাড়ির বেশিরভাগই রাতে ও ভোরে বেপরোয়া গতিতে চলে, ফলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, সড়কে গতি নিয়ন্ত্রণ ও আইন প্রয়োগ কার্যকরভাবে না হওয়ায় প্রায়ই ছোট-বড় দুর্ঘটনা ঘটছে। তারা অবিলম্বে এই সড়কে গতিসীমা

নির্ধারণ, নিয়মিত ট্রাফিক টহল এবং ওভারলোড ও অতিরিক্ত গতি রোধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

এদিকে দুর্ঘটনার পর থেকে স্থানীয়দের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। নিহত সোহেলের পরিবারের সদস্যরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে কান্নায় ভেঙে পড়েন। তরুণ এই হেলপারের অকাল মৃত্যুতে তার গ্রামের মানুষও গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা

আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে। আজ সোমবার বেলা ১১টায় প্রেসক্লাবের অস্থায়ী কার্যালয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার সিরাজুল ইসলাম তফসিল ঘোষণা ও খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করেন।

তফসিল অনুযায়ী ১৩ আগস্ট ভোটার তালিকার আপত্তি দাখিল ও নিস্পত্তি, ১৪ আগস্ট চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ, ১৫ ও ১৬ আগস্ট মনোনয়নপত্র বিক্রি, ১৮ আগস্ট দাখিল, ১৯ আগস্ট যাচাই-বাছাই ও আপত্তি নিস্পত্তি, ২০ আগস্ট প্রার্থিতা প্রত্যাহার, ২১ আগস্ট চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ ও প্রতীক বরাদ্দ এবং ৩০ আগস্ট ভোট গ্রহণ হবে।

তফসিল ঘোষণায় উপস্থিত ছিলেন, আহ্বায়ক শাহ আলম মন্টু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক হামিদুল ইসলাম আজম, অ্যাডভোকেট সহিদুল ইসলাম, শেখ শফিউজ্জান, জামসেদুল হক মুনি, বশিরুল আলম, সাহাবুল জক, রুনু খন্দকার, কাইরুল মামুন, আতিক বিশ্বাস, ফাহিম ফয়সাল, জাফর জুয়েল, কবি গোলাম রহমান, রিফাজ উদ্দিন, শামিম রেজা, আবু জাফর, হাসিবুল হক, মহাসিনুজ্জামান চাঁদ, রুহুল আমিন, কবি এম সিদ্দিকুর রহমান, মহসিন আলী প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে ঢাকা গাজীপুরে সাংবাদিক তুহিন হত্যার তীব্র নিন্দা জানিয়ে তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনায় দোয়া করা হয়।

আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি’র কর্মিসভায় শামসুজ্জামান দুদু

আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপি’র কর্মিসভায় উপস্থিত ধানের শীষের বার্তা পৌঁছাতে নেতা কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানালেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি’র যুগ্ম মহাসচিব শামসুজ্জামান দুদু।

আগামী ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচনের তারিখ ঘোষণাকে বিএনপি’র বিজয় অর্জন বলে মন্তব্য করেছেন শামসুজ্জামান দুদু। শুধু নির্বাচনের ঘোষণা নয়, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন চায় বিএনপি। সেইসাথে নির্বাচনের জন্য সবধরণের প্রস্তুতি নিতে নেতা কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান বিএনপি’র এই কেন্দ্রীয় নেতা। গতকাল বিকেল ৪ টার দিকে আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদ মঞ্চে উপজেলার বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দের মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য তিনি এসব বলেন।

শামসুজ্জামান দুদু বলেন, ‘নির্বাচন নিয়ে সরকার তাদের কাজ করছে, এখন আমাদের কাজ আমাদের করতে হবে। দেশের প্রতিটি গ্রামে-গঞ্জে গিয়ে ধানের শীষের বার্তা পৌঁছে দিতে হবে। জুলাইয়ের গণ-অভ্যুত্থান ছিল একদলীয় শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের একটি সুস্পষ্ট বার্তা। সেই ইতিহাস আজ আমাদের নতুন প্রেরণা জোগায়—গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের চলমান লড়াইয়ে।

তিনি আরও বলেন, তারেক রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বিএনপি’র এই অবস্থান তৈরি হয়েছে। আমরা চাই একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন। সে লক্ষ্যে বিএনপি প্রস্তুত। জনগণকে সঙ্গে নিয়ে বিএনপি নির্বাচনে অংশ নেবে এবং বিজয়ী হবে।

বিএনপি’র এই শীর্ষ নেতা আরও বলেন, ‘দলের অসংখ্য নেতাকর্মী নির্ভীকভাবে জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাদের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ ও দেশের প্রতি অবদানের প্রতি আমরা গভীর শ্রদ্ধা জানাই। হাজার হাজার নেতাকর্মীদের উপস্থিতিতে মতবিনিময় সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন, উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি জননেতা শহিদুল কাওনাইন টিলু। বিশেষ অতিথি ছিলেন, জেলা বিএনপি’র নেতা অহিদুজ্জামান বুলা, এডভোকেট

ডালিম, রতন, উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আশিরুল ইসলাম সেলিম। উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক শেখ সাইফুল ইসলামের সার্বিক পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন, উপজেলা বিএনপি নেতা বোরহান উদ্দিন, আনিসুর রহমান, নাসির উদ্দিন, মাগরিবুর রহমান, সকল ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। মতবিনিময় সমাবেশে পৌর বিএনপিসহ উপজেলার ১৫টি ইউনিয়নের অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গার মাদক সম্রাট ওল্টু এখন মাদকের গডফাদার

আলমডাঙ্গা বেলগাছি গ্রামের চিহ্নিত মাদক সম্রাট সন্ত্রাসী বোমা কালামের অবসান হলেও তার ছোট ভাই আবারও সক্রিয় হয়ে মাদক ব্যাবসায় জমিয়ে তুলেছে রাজ্য। এলাকাবাসী ফুঁসে উঠেছে। গ্রামবাসীরা প্রতিবাদ করলে তাদের হুমকি ধামকি দিয়ে চলেছে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছী ইউনিয়নের বাগানপাড়ায় মৃত সাহেব আলির ছেলে ওল্টু আবারও মাদক ব্যাবসায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। ওল্টুর বড় ভাই বোমা কালাম ছিল চিহ্নিত সন্ত্রাসী, ডাকাত এবং মাদক ব্যাবসায়ী। তার অত্যাচারে এলাকায় চরম আতঙ্ক বিরাজ করতো। তার মৃত্যুর পর এই ওল্টু ভাইয়ের চলা পথে মাদক সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে।

এক সময় ৫ই আগষ্টের পরে এলাকাবাসী গণপিটুনি দিয়েছিল কুখ্যাত মাদক ব্যবসায়ী ওল্টু ও তার ব্যাবসায়ী পার্টনার তরিকুল ইসলাম কে। তার পরেও থামেনি তার মাদক ব্যাবসা। বরং প্রশাসনের চোখের সামনে মাদকের ভয়াল ছোবলে ক্ষতবিক্ষত এই এলাকায় ওল্টুর উপস্থিতি যেন এক আতঙ্কের নাম। সে শুধু একজন ব্যবসায়ী নয় এলাকাবাসীর চোখে সে মাদকের গডফাদার, যাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে একটি বিস্তৃত মাদকচক্র।

উল্লেখ্য, আলমডাঙ্গা বেলগাছী বাগানপাড়ার মৃত বোমা কালাম এর ছোট ভাই ওল্টুর বিরুদ্ধে আগে থেকেই একটি মাদক মামলা রয়েছে। ওই মামলায় একবার গ্রেফতার হলেও আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে জামিনে বেরিয় এসে

যেন আরও আগ্রাসী হয়ে উঠেছে। প্রশাসনের চোখে ধুলো দিয়ে আবারও শুরু করেছে গাজা ও টাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ মাদকদ্রব্যের সরবরাহ ও বিক্রি।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ওল্টুর কারণে পুরো এলাকা আজ মাদকের করাল গ্রাসে জর্জরিত। স্কুলপড়ুয়া কিশোর থেকে শুরু করে তরুণ সমাজ তার মূল টার্গেট। রাতের অন্ধকারে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাচ্ছে বিষের প্যাকেট। দিনের আলোতেও নির্লজ্জভাবে মাদকাসক্ত খরিদ্দাররা তার বাড়িতে মাদক কেনার জন্য লাইন দেয়।

অবিলম্বে ওল্টুকে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যাবস্থা গ্রহণ করার জন্য প্রশাসনের প্রতি অনুরোধ করেছেন এলাকার সুধী সমাজ।

আলমডাঙ্গা শহর ঘেঁষা আসাননগরে ভোগান্তি ; কাঁচা রাস্তা ডুবে আছে কাদায়

আলমডাঙ্গার শহরতলির আসাননগরে স্বাধীনতার ৫৪ বছরেও উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি। কাঁচা রাস্তায় নিত্যকাদায় ডুবে মানবেতর জীবন করছে।অসুস্থ রোগী, শিক্ষার্থী ও লাশ পর্যন্ত আটকে পড়ে ঘরে!

আলমডাঙ্গা শহরের কোলঘেঁষা আসাননগর গ্রামের মানুষ যেন বঞ্চনার আরেক নাম। স্বাধীনতার পাঁচ দশক পেরিয়ে গেলেও এখানকার প্রধান রাস্তাটি এখনো কাঁচা। ফলে গ্রামের পাঁচ হাজার মানুষ বছরের বেশিরভাগ সময় কাটান কাদাপানিতে হেঁটে, পা পিছলে পড়ে, অসুস্থতা আর ক্লান্তির বোঝা নিয়ে।

গ্রামটির পশ্চিম ও উত্তরে জিকে সেচ খাল, দক্ষিণ ও পূর্বে কুমার নদী থাকায় আসাননগর গোলাকৃতি একটি দ্বীপগ্রামের মতো—বাইরে যাতায়াতের একমাত্র ভরসা একটি রাস্তা, সেটিও এখন চলাচলের অনুপযোগী। বর্ষায় রাস্তার ওপর জমে থাকে হাঁটুসমান কাদা-পানি। এ

যেন এক দুঃসহ যাত্রাপথ।

এই গ্রামের শিক্ষার্থীরা প্রতিদিন কষ্ট করে কাদাপানি মাড়িয়ে স্কুলে যায়। কোনো রিকশা বা ভ্যান ঢুকতে না পারায় পায়ে হেঁটে যেতে হয় দূরের স্কুল-কলেজে। শিশু শিক্ষার্থীদের স্কুল ইউনিফর্ম ভিজে কাদায় নোংরা হয়, অনেকে প্রায়ই পড়ে গিয়ে আহত হয়।

অপরদিকে, রোগীদের অবস্থা আরও শোচনীয়। আসাননগর গ্রামের গৃহবধূ রওশন আরা বলেন, “আমার শাশুড়ির হঠাৎ অসুস্থ হলে ভ্যানে করে হাসপাতালে নিতে পারিনি। কাঁধে করে কাদা ভেঙে বাইরে নিয়ে যেতে হয়েছে। ভ্যানও ঢুকতে চায় না, চালকরা বলে, ওখানে গেলে চাকার অর্ধেক ডুবে যায়।”

স্থানীয় বাসিন্দা হানিফ শেখ বলেন, “কোনো মানুষ মারা গেলে কবরস্থানে নিয়ে যাওয়াটাই এক যুদ্ধ। খাটিয়া বহন করে কাদা মাড়িয়ে যেতে হয়। বর্ষায় জানাজায় ১০-১৫ জনের বেশি লোক অংশ নিতে পারে না।”

মসজিদ, ঈদগাহ ও গোরস্থানে যাওয়ার একমাত্র রাস্তাটিও এই কাঁচা পথ। ফলে ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানেও দেখা দেয় সীমাহীন দুর্ভোগ। বর্ষায় রাস্তাটি পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তখন মনে হয়, এই গ্রাম যেন পুরো দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন এক দ্বীপ।

আসাননগরের লোকজন বলেন, নির্বাচনের সময় জনপ্রতিনিধিরা নিয়মিত আসেন, নানা প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু নির্বাচন শেষ হলে তারা আর ফিরেও তাকান না। স্থানীয় বাসিন্দা আজিম উদ্দিন ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, “প্রতিবার আমরা আশায় থাকি এবার কিছু হবে। চেয়ারম্যানরা শুধু ভোটের সময় বলে, এরপর আর কেউ খোঁজও নেয় না।”

সবচেয়ে বড় বিস্ময়ের বিষয় হলো, শহরের এত কাছে হওয়া সত্ত্বেও এই গ্রামে নেই কোনো স্বাস্থ্যকেন্দ্র, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, নেই কোনো পাকা ড্রেনেজ ব্যবস্থা। অথচ আশপাশের গ্রামগুলোতে একের পর এক রাস্তা পাকা হয়েছে। আসাননগর গ্রাম যেন উন্নয়ন মানচিত্রে ভুলে যাওয়া এক অঞ্চল।

স্থানীয় মেম্বার বা চেয়ারম্যানের কাছেও গেলে তারা বলে, বরাদ্দ নেই, অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু এ অপেক্ষার যেন কোনো শেষ নেই। গ্রামের মানুষ মনে করেন, একটি পাকা রাস্তাই তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের প্রথম ধাপ। তারাই চান—জরুরি ভিত্তিতে অন্তত মসজিদ,

গোরস্থান ও ঈদগাহে যাওয়ার সড়কটি পাকা হোক।

আসাননগর গ্রামের বাসিন্দারা সরকারের উচ্চ মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, “আমরা রাস্তাই চাই, আর কিছু না। অন্তত একজন মানুষ মারা গেলে যেন ঠিকমতো জানাজা দেওয়া যায়, শিশুরা যেন ভিজে কাদা ডিঙিয়ে স্কুলে না যায়, আর অসুস্থ রোগী যেন কাঁধে নয়, ভ্যানে করে হাসপাতালে যেতে পারে।”

এই চরম দুর্ভোগ থেকে কখন মুক্তি মিলবে—সে প্রশ্নই এখন আসাননগরবাসীর হৃদয়জুড়ে।

আলমডাঙ্গা কৃষি কর্মকর্তা সারের মজুত ও সরবরাহ পরিস্থিতি সরেজমিনে পরিদর্শন

আলমডাঙ্গার বিভিন্ন ইউনিয়নে সারের মজুদ ও সরবরাহ পরিস্থিতি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন এবং কৃষকদের প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক সময়ে সার সরবরাহে প্রশাসনের তৎপরতা নিশ্চিত করেন।

আলমডাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে গতকাল রোববার সকাল থেকে সারের মজুদ ও সরবরাহ পরিস্থিতি সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন উপজেলা কৃষি দপ্তরের কর্মকর্তারা। চলতি খরিপ-২ মৌসুমে কৃষকদের নিরবচ্ছিন্ন কৃষিকাজ নিশ্চিত করতে এবং সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় সার সরবরাহে স্বচ্ছতা আনতেই এই মাঠপর্যায়ের মনিটরিং কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে।

পরিদর্শনে নেতৃত্ব দেন আলমডাঙ্গা উপজেলার সুযোগ্য উপজেলা কৃষি অফিসার জনাবা রেহানা পারভীন। তিনি প্রত্যন্ত ইউনিয়নগুলোর সরকার অনুমোদিত সার ডিলারদের গুদাম ঘর ঘুরে দেখেন এবং সরবরাহের হালচাল সম্পর্কে খোঁজ নেন। তার সঙ্গে ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার জনাব উদয় রহমান এবং উপজেলা কৃষি অফিসের আওতাধীন বিভিন্ন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাবৃন্দ।

পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের কৃষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন কর্মকর্তারা। কৃষকরা যাতে নির্ধারিত মূল্যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় সার সংগ্রহ করতে পারেন সে বিষয়ে তারা সরাসরি খোঁজখবর নেন। কোনো কৃষক সার সংকটে রয়েছেন কি না, অথবা কোথাও অতিরিক্ত দামে বিক্রির অভিযোগ আছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হয়।

উপজেলা কৃষি অফিসার রেহানা পারভীন জানান, সরকার কৃষকদের উৎপাদন খরচ সহনীয় রাখতে ভর্তুকি মূল্যে ইউরিয়া, টিএসপি, ডিএপি এবং এমওপি সার সরবরাহ করে আসছে। কিন্তু এই সার যেন কেউ মজুদ করে কৃত্রিম সংকট তৈরি করতে না পারে বা নির্ধারিত মূল্যের বেশি দামে বিক্রি করতে না পারে, সেজন্য নিয়মিতভাবে ডিলার মনিটরিং করা হচ্ছে। তিনি বলেন, কোথাও কোনো অনিয়ম ধরা পড়লে তাৎক্ষণিকভাবে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পরিদর্শনে দেখা যায়, অধিকাংশ ডিলারদের গুদামে পর্যাপ্ত পরিমাণ সার মজুদ রয়েছে। কৃষকরা জানাচ্ছেন, চলতি মৌসুমে তারা তুলনামূলকভাবে সঠিক সময়ে সার পাচ্ছেন এবং কোনো বাড়তি মূল্য দিতে হচ্ছে না। আলমডাঙ্গার হাপানিয়া গ্রামের কৃষক নজরুল ইসলাম বলেন, “এবার এখনো পর্যন্ত সময়মতো সার পেয়েছি। আগে কখনো কখনো লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও ফিরে আসতে হতো। এবার তেমন সমস্যা হয়নি।”

কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার উদয় রহমান জানান, মাঠপর্যায়ে তদারকি কার্যক্রম আরও জোরদার করা হয়েছে। সার বিতরণে কোনো অনিয়ম সহ্য করা হবে না। প্রতিটি ইউনিয়নে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তারা নিয়মিতভাবে বাজার ও গুদাম ঘুরে সরবরাহের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছেন।

জানা গেছে, চলতি খরিপ-২ মৌসুমে আলমডাঙ্গা উপজেলায় ইউরিয়া, টিএসপি, ডিএপি এবং এমওপি সারের চাহিদা অনুযায়ী মজুদ রাখা হয়েছে। এই মৌসুমে উপজেলার কৃষকদের জন্য প্রায় ১২০০ মেট্রিক টন ইউরিয়া, ৫০০ মেট্রিক টন ডিএপি, ৪৫০ মেট্রিক টন টিএসপি এবং ৪৩০ মেট্রিক টন এমওপি সার সরবরাহ নিশ্চিত করা হচ্ছে। এরই মধ্যে বড় একটি অংশ কৃষকদের মধ্যে বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে। সরকার নির্ধারিত মূল্য অনুযায়ী ইউরিয়া ১৬ টাকা, ডিএপি ১৬ টাকা, টিএসপি ২২ টাকা এবং এমওপি ১৫ টাকা কেজি দরে সরবরাহ করা হচ্ছে।

উপজেলা কৃষি বিভাগ জানিয়েছে, সার ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে উপজেলা পর্যায়ে একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি

নিয়মিতভাবে সরবরাহ ও বিতরণ ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করছে। কৃষকদের যাতে প্রতারণার শিকার হতে না হয় এবং কোনো অবস্থাতেই যেন কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি না হয়, সেটিই হচ্ছে প্রশাসনের মূল লক্ষ্য।

কৃষি কর্মকর্তারা আশা প্রকাশ করেন, চলতি মৌসুমে কৃষকরা সঠিক সময়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে সার পেয়ে তাদের কৃষি কার্যক্রম নির্বিঘ্নে চালিয়ে যেতে পারবেন। এতে করে এলাকার ধান ও অন্যান্য খরিপ ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। মাঠপর্যায়ের এই মনিটরিং ও নজরদারি কার্যক্রম সারা মৌসুমজুড়ে অব্যাহত থাকবে বলে কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে।

আলমডাঙ্গায় সাবেক ডিএমপি কমিশনারের বাড়িতে চুরি গ্রেফতার-৪ জন

সাবেক ডিএমপি কমিশনার ও তার ভাইয় এনামূল হকের বাড়িতে চুরিতে চারজন গ্রেফতার হলেও উদ্ধার হয়নি স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকা।

আলমডাঙ্গা উপজেলার নওদা বন্ডবিল গ্রামে সাবেক ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার শফিকুল ইসলামের ভাইয়ের বাড়িতে চুরির ঘটনায় ৪ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তবে এখনও উদ্ধার হয়নি লুট হওয়া ১৪ ভরি স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ ১ লাখ ২০ হাজার টাকা।

আলমডাঙ্গা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) বাবলু খাঁনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল গতকাল রবিবার দিবাগত রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে চুরির ঘটনায় জড়িত সন্দেহে চারজনকে আটক করে।

গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিরা হলেন—আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার গোবিন্দপুর নওদা বন্ডবিল গ্রামের মন্টু আলীর ছেলে মো. সজিব হোসেন ওরফে ফজা (২৬), আহাদ আলীর ছেলে মো. সাজিদুর রহমান (২৪), সোহরাব আলীর ছেলে মো. মোজ্জাম্মেল কাজল (২২) এবং ঝন্টু মিয়ার ছেলে মো.

সোহান আলী (২৪)। সোমবার দুপুরে তাদের চুয়াডাঙ্গা আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ২৯ জুলাই রাতে শফিকুল ইসলামের ছোট ভাই ও আলমডাঙ্গা একাডেমি স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক এনামুল হকের বসতবাড়িতে দুর্বৃত্তরা চেতনানাশক স্প্রে ছড়িয়ে বাড়ির সদস্যদের অচেতন করে স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ অর্থ নিয়ে যায়।

এ ঘটনায়, এনামুল হক বাদী হয়ে ওই দিন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মামলা করেন। তদন্ত শেষে অভিযুক্তদের শনাক্ত করে পুলিশ অভিযান চালায়। তবে গ্রেফতারদের কাছ থেকে চুরি যাওয়া মালামাল এখনও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি বলে জানিয়েছেন তদন্তসংশ্লিষ্টরা।

চাঞ্চল্যকর এ ঘটনায় এলাকায় উদ্বেগ বিরাজ করছে। স্থানীয়রা দ্রুত মালামাল উদ্ধারের দাবি জানিয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, মামলার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে এবং চুরি হওয়া মালামাল উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।